ভোরের কাগজ

MAR. 13 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

58

স্কুলশিশুদের দেহে রহস্যজনক ইঞ্জেকশন!

হিজুলি গ্রামে মৃত্যু আতঙ্ক

রাজিব আহমেদ, *মেহেরপুর থেকে ফিরে*

সরজমিন

মেহেরপুরের হিজুলি গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২৭ জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে, কেউ তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না। সংশ্লিষ্ট লোকজনের একেকজনের ভাষ্য একেকরকম। ঘটনার শিকার কোমলমতি শিশুরা নানা অপপ্রচার ও ভয়-আতঙ্কে পুরোপুরি বিভ্রান্ত। হিজুলি গ্রাম জুড়ে এখন নানা গুঞ্জন। মৃত্যুর আগেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে অনেক পরিবারে।

মেহেরপুর জেলা সদর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে আমঝুপি ইউনিয়নের একটি গ্রাম হিজুলি। গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশপাশের সব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। এখানে শিক্ষার্থীদের শরীরে রহস্যজনক ইঞ্জেকশন পুশ করার কথিত ঘটনায় বিরাজমান আতঙ্ক ক্ষোভে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসী প্রকৃত রহস্য উন্মোচনের দাবি জানালেও প্রশাসন নির্বিকার।

সরজমিন অনুসন্ধানে জানা যায়, হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এনামুল হক মিন্টু গত ২৭ জানুয়ারি ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর শরীরে ইঞ্জেকশনের সুচ ফুটিয়েছেন। আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ফিরে অভিভাবকদের জানালে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করে জানতে পারেন ঐদিন ইঞ্জেকশন বা টিকা প্রদানের কোনো সরকারি কর্মসূচি ছিল না। এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে, ইঞ্জেকশনে এইডস জীবাণু ছিল। এইডস সম্পর্কে অধিকাংশ গ্রামবাসীর সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও তারা ধরে নেয় যে, সন্তানরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আত্মগোপন করেন। আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিদ্যালয় ভবনে তালা লাগিয়ে দেন। সর্বত্র বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে। অনেকে ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। গ্রামবাসীরা 'এইডস ভাইরাস' প্রয়োগের সন্দেহে বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত ও অভিযুক্ত শিক্ষক এনামুল হক মিন্টুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ৩১ জানুয়ারি জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

জেলা প্রশাসক কামরুল ইসলাম ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সরজমিন হিজুলি গ্রাম পরিদর্শন করে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. বোরহান উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ডা. মাহবুবকে প্রধান করে ডা. রেজাউল হক ও ডা. মিজানুর রহমানের সমন্বয়ে তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের উদ্যোগে ঘটনার শিকার শিশুদের রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে মেডিকেল বোর্ডের সামনে সর্বমোট ২৯ জন ছাত্রছাত্রী হাজির হয়। এরা হলো– সাইফুল, ইমরান, করিম, রিপন, বিউটি, হাবিবা, ছন্দা, সলে খাতুন, হাবিব, ইয়াসমিন, উম্মে সালমা, আল মারুফ, মিলন, মুক্তা খাতুন, হাবিবুর, সাঈদ, তসলিমা, আনিসুর, রেহেনা, ফুল কুমারি , হিরা খাতুন, সেলিম, রুমি, মিলন, সাদ্দাম; সেলিনা, হোসেন, হিরা ও ঈমান। এদের বয়স ৭ থেকে ১১ বছরের মধ্যে। সবাই তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। তারা মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের জানায়, শিক্ষক এনামুল হক মিন্টু জোর করে হাতে, কাঁধে বা পিঠে ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে দিয়েছে। অনেকের শরীরে সুচ ফোটানোর চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

মেডিকেল বোর্ড শিশুদের রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে গত ৮ ফেব্রুয়ারি যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়, সন্দেহজনক কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন চিকিৎসক বলেন, অভিযোগ যতোটা মারাত্মক, তা যাচাইয়ের জন্য উচ্চ পর্যায়ের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা দরকার। এইডস ভাইরাস জীবাণু প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সামান্য হলেও নাকচ করে দেওয়া যায় না।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

হিজুলি গ্রামে মৃত্যু আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও স্থানীয় মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেন না। তারা ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত ল্যাবরেটরিতে উচ্চতর পরীক্ষার দাবি করছেন। এ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী প্রতি প্রায় ২ হাজার টাকা খরচ হবে। অনেক দরিদ্র অভিভাবকেরই সেই ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু জেলা প্রশাসক প্রাথমিক নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন। এ নিয়েও ক্রমশ ক্ষোভ দানা বাঁধছে।

হিজুলি গ্রামে সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে, অভিভাবকরা তাদের সন্তানের মৃত্যু আতঙ্কে ভুগছেন। অনেকে তাদের সন্তানকে পরিবারের আর সবার সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখেছেন। সংক্রমণের আশঙ্কায় আদালাভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাকে আহাজারি করতে দেখা গেছে। কান্নার রোলে চাপা পড়ে যাচ্ছে সব যুক্তি ও সান্ত্বনা। কথা হলো নিলুফা বানু, মমতাজ বেগম, রওশন আরা, সাহিদা খাতুন, সাহেরা বেগম, ফাহিমা খাতুন, আজগর আলী, রেজাউল হক, রমজান আলী, আমিরুল ইসলাম প্রমুখের সঙ্গে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তারা বললেন, প্রয়োজনে আর লেখাপড়া শিখতে পাঠাবো না, তবু সুস্থ সন্তান ফেরত চাই। তারা জানান, ঘটনার শিকার শিশুদের মনে চরম ভীতি বিরাজ করছে। তারা বলেছে, আমরা মারা গেলে মিন্টু স্যারকে যেন জানাজায় অংশ নিতে দেওয়া না হয়। শিশুদের শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে বেশি। বাতাসে ছড়াচ্ছে তিন মাসের মধ্যে শিশুদের মৃত্যু হবে এরকম কথাবার্তা।

হিজুলি গ্রামের বাসিন্দা শফিকুর রহমান, মাওলানা নুরুল হক, জয়নাল, এছের আলী, পটল মিয়া, মহিরুদ্দিন প্রমুখ অভিযোগ করেন, থানা প্রথমে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আদালতে মামলা করা হয়। পরে থানাও একটি মামলা নিয়েছে। তবে কোনো অগ্রগতি হয়নি। অভিযুক্ত শিক্ষক সরকারি চাকরি করলেও নিজেকে গর্বিত ভঙ্গিতে আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি ক্ষমতাসীন দলের

অভিযুক্ত শিক্ষক এনামুল হক মিন্টু

আশ্রয়ে প্রশাসনকে প্রভাবিত করছেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক এনামুল হক মিন্টু বলেন, হিজুলি গ্রামের ৭৫ ভাগ মানুষ জামাতে ইসলামীর সমর্থক। এই মৌলবাদী ঘাঁটির মানুষ উড়ো কথায় কান দেয় বেশি। মৌলবাদীরা গ্রামের স্কুলে নিজেদের পছন্দসই শিক্ষা দেয়। এজন্য পছন্দের শিক্ষকদের নিয়োগ স্থায়ী করে বাকিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করা হয়। মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গত কয়েক বছরে স্কুল শিক্ষক খাজা, তৈয়ব, আসগর আলী ও মোস্তালিবকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে।

তিনি বলেন, ঘটনার দিন বিদ্যালয়ে গিয়ে তাজেম আলীর ছেলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সাইদুলের হাতে পুরোনো সিরিঞ্জ দেখি। সে নাকি অন্য ছাত্রছাত্রীদের ভয় দেখাচ্ছিল। এ কথা শুনে সিরিঞ্জটি সাইদুলের হাত থেকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দেই। দুদিন পর কজন লোক হুমকি দেয় এবং বলে যে, আমি নাকি ছাত্রছাত্রীদের গা থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত নিয়েছি। তারা আমাকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ দেয়। পরদিন গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে ইঞ্জেকশন পুশ করার কল্পিত ঘটনা প্রচার করা হয়।

হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম অভিযুক্ত শিক্ষক কর্তৃক সিরিঞ্জ উদ্ধার করে তাকে দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, ঘটনার কয়েকদিন আগে এনামুল হক মিন্টুর কাছে একজন বিদেশী নাগরিক দেখা করতে আসে। ইতিপূর্বেও অনেক সন্দেহজনক লোকজন তার সঙ্গে বিদ্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। মাদক ব্যবসায়ী ও পুলিশের লোক বিভিন্ন সময় তার খোঁজে বিদ্যালয়ে আসতো। এসব রহস্যজনক যোগাযোগের সূত্র ধরেই শিক্ষার্থীদের শরীরে কিছু পুশ করা হয়েছে বলে সন্দেহ হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুর রশীদ খান জানান, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা এবং জে প্র শি অ (মেহের)/ ৯৩৩ নম্বর স্মারক চিঠিতে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে। তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। তাকে বেলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান মাস্টার মিথ্যা অপবাদে একজন শিক্ষককে হয়রানির নিন্দা করে ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দাবি করেন।

এ ব্যাপারে সহকারী পুলিশ সুপার শফিকুল ইসলাম জানান, অভিযুক্ত শিক্ষক প্রায়ই আলপিন জাতীয় কিছু শিক্ষার্থীদের শরীরে ফুটিয়ে শাস্তি দিতেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার দিনও তেমন কিছু হয়েছে বলে সন্দেহ হয়।

হিজুলি গ্রামের ৩৫ জন অবোধ স্কুল শিশুর শরীরে অজ্ঞাত ইঞ্জেকশন পুশ করার যে অভিযোগ উঠেছে তা গুরুতর। যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট শিশু ও অভিভাবকদের মধ্যে তাও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার যোগ্য। অবিলম্বে উচ্চতর পর্যায়ের মেডিকেল বোর্ড গঠন করে ঐ সব শিশুদের রক্ত ও অন্যান্য শারীরিক উপাদান উপযুক্ত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।